মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি ও আ.লীগ কর্মীদের সংঘর্ষে আহত ৩

ঝিনাইদহে ওয়াজ মাহফিলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে। এ সময় বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

সোমবার সকালে সদর উপজেলার সোনাইখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন বিএনপির কর্মী রজব আলী মণ্ডল, কুদ্দুস মণ্ডল ও কামিরুল মণ্ডল। তারা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামবাসীর উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল আয়েজনের প্রস্তুতি চলছে কয়েকদিন ধরে। এই ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি হওয়ার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা মিন্টু খাঁ চেষ্টা করে। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতার্মীরা হস্তক্ষেপ করে। তারা মসজিদেও ইমামকে সভাপিত বানাতে চায়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ জানান, সোমবার সকালে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোর্য়াদ্দার ও ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সোনাইখালী গ্রামের বিএনপি কর্মী রজব আলী মণ্ডলসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করে। সেসময় তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। অভিযোগের বিষয়ে জানতে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোয়াদ্দারের মোবাইলে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁ দাবি করেন, আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই গ্রামে হামলার ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে সাবেক চেয়ারম্যানের লাশ উত্তোলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৯নং পোড়াহাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হীরন ও তার গাড়ী চালক আক্তার হোসেনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে আদালতের আদেশে হীরনের গ্রামের বাড়ি আড়ুয়াকান্দি ও আক্তারের গ্রামের বাড়ি ভুপতিপুরের পারিবারিক কবরস্থান থেকে তাদের লাশ দাফনের ৫ মাস ১০ দিন পর উত্তোলন করা হয়।

নিহতের স্বজন ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা শহিদুল ইসলাম হিরণের শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসা ঘেরাও করে। সেসময় তারা তার বাড়িতে আগুন জালিয়ে দেয়। এতে হীরন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এছাড়াও তার গাড়ি চালক আক্তারকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় শহিদুল ইসলাম হীরনের ভাতিজা জিয়াউল আলম ও আক্তার হোসেনের ভাই মুক্তার হোসেন বাদী হয়ে গত বছরের ২০ ও ১৭ নভেম্বর আদালতে অজ্ঞাত ২’শ থেকে ৩’শ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রুমানা আফরোজ ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার গ্রহনের জন্য আদেশ দেন। গত ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ জন নিহতের ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়, যার নাম্বার ৩৭। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিন, ডাক্তার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হীরনের ভাতিজা মামলার বাদী জিয়াউল আলম বলেন, আদালতে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা রুজু হয়েছে। আমরা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের তদন্তপূর্বক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আক্তার হোসেনের ভাই মামলার বাদী মুক্তার হোসেন বলেন, আমি আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান, গত বছরের ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ টি হত্যার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিনের উপস্থিতিতে তাদের লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই মৃদুল কারাগারে

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করেছে আদালত। মৃদুল সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই হওয়ার পাশাপাশি জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক পদধারী।

মঙ্গলবার সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল পৃথক দুটি মামলায় হাজিরা দিতে ছদ্মবেশে মেহেরপুর জেলা আদালত প্রাঙ্গনে আসে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের একজন তাকে চিনে ফেলাতে এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা আদালত প্রাঙ্গণ সমবেত হয়।

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়েরকৃত চেক ডিজ অনার মামলায় মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন পেলেও, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়ের করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক জুয়েল রানা মৃদুলকে জেলা কারাগারের প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। যে মামলাটিতে মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সেটির বিবরণ থেকে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী দেশী ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গত ২৮ শে আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে জেলার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মন্জুরুল ইমামের আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার এফআইআর এর নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটি মেহেরপুর সদর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মামলা নং-২০, তারিখ ২৮/০৮/২৪ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)১০/১১/১২/১৩ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(খ)/১০/১১/১২/১৩।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই গ্রেপ্তার

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়ের করা একটি চেক ডিজঅনার মামলায় জামিন আদালতে হাজিরা দিতে এসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়েরকৃত সন্ত্রাস বিরোধ আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মৃদুল কে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করে।

বিস্তারিত আসছে..

শেখ হাসিনা-কাদেরসহ হত্যা মামলার আসামি মেহেরপুরের ১১ জন

ছাত্র-জনতার গণঅভূত্থানে রাজধানীর উত্তরায় নিহত হন মো. আলী হুসেন। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৮৯ জনের নামে মামলা হয়েছে। যেখানে নাম রয়েছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলসহ ১১ জনের।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে নিহতের আত্মীয় মো. মফিজুল ইসলাম সানা ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট (উত্তরা পূর্ব) আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। সিআর মামলা নম্বর – ৪৪/২০২৪ ।

মামলাটিতে আসমিদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা থেকে রয়েছেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল (আসামি নম্বর ১৪১) ও তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল (আসামি নম্বর ১৪২), সদ্য সাবেক মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু (আসামি নম্বর ১৪৩) ও তার ভাই মোঃ শীলু (আসামি নম্বর ১৪৪), মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আসামি নম্বর ১৪৫), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান (আসামি নম্বর ১৪৬), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক অপর সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন (আসামি নম্বর ১৪৮), মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসূল (আসামি নম্বর ১৪৯), মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাসিম বিল্লাহ মতু (আসামি নম্বর ১৫০), সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান নবাব (আসামি নম্বর
১৫১) ও জিনারুল গাজীর ছেলে মুরশিদ আলম লিপু (আসামি নম্বর ১৫২)।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই, আসামিরা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে, আর্থিক সহযোগিতা, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত থেকে আাসামী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের , তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , আইনমন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের নির্দেশনায় বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও উল্লেখিত আসামীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটনের উত্তরা-পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত হয়ে অবস্থান নেয়। এর পর হতে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা এর মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ছাত্র জনতার উপর অর্তকিত গুলি হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অবস্থানরত মো: আলী হুসেনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তাহার পেট, বুক ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সে মহাসড়কের উপরে পড়ে থাকে।

এমতাবাস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরবর্তী কোন এক সময় সঙ্গীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা মধ্য থেকে স্বাক্ষীগন সহ কয়েকজন ছাত্র জনতা এসে মো. আলী হুসেনকে হাত পা ধরে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. আলী হুসেনকে মৃত ঘোষণা করে।

আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল বিশ্বাস

কারাগারে, তাঁর স্ত্রী হীরা গ্রেফতার

পতিত সরকারের সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বড়বোন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা (৫০) ও তার স্বামী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস (৫৫) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ঢাকার বসুন্ধরা এলাকায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বিকালে বাবুল বিশ্বাসেকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, মন্ত্রীর বড়বোন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হীরা ও মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান তকলিমা খাতুনের নামের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মামলার তদন্ত অফিসার মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম রাজধানীর ভাটারা থানা পুলিশের সহযোগীতায় বসুন্ধরা এলাকায় তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের এই দুই প্রভাবশালী নেতা স্বামী স্ত্রীকে গ্রেফতার করেন।

আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ধারা ৬(২)/৭/১০/১১/১২/১৩ এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর (সংশোধনী-২০১৩) ধারায় দায়ের করা মামলা যার নং ২০, জিআর মামলা নং ২৭৭ তারিখ ২৮/০৮/২৪ নং মামলায় এজাহার নামীয় আসামী। এছাড়া সদর থানায় তাঁর নামে অন্যান্য েিঅভযোগে আরও ৩টি মামলা রয়েছে।

সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী জানান, চলতি বছরের ৫ আগষ্ট বেলা ১১ টার দিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা মেহেরপুর শহরের বড়বাজার, হাসপাতাল এলাকা ও সরকারি কলেজ মোড় এলাকায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এসময় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার উপর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ব্যাপকভাবে শসস্ত্র হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও অভিভাবকে আহত করে। এঘটনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯, (সংশোধনী-২০১৩) একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর থেকেই আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী শামীম আরা হীরা ও ছেলে তুর্য আত্মগোপনে চলে যান।

এছাড়া সাবেক জনপ্রশসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, বড় বোন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হীরা ও যুব মহিলা লীগের মুজিবনগর উপজেলা শাখার সভাপতি তকলিমা খাতুনকে এজাহার নামীয় ও ২০/২৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় “সন্ত্রাস মেহেরপুর সদর থানায় ধারা ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩৪/৫০৬/১১৪ এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর (সংশোধনী-২০১৩) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৫, তারিখ ০৩/১২/২৪ ইং। নতুন দায়ের করা মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বড় বোন শামীম আরা হীরাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার বিকালের দিকে মেহেরপুরের পলি খাতুন নামের এক বিএনপি নেত্রী এই মামলাটি দায়ের করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী জানান, বিগত ৫ আগষ্ট সকালের দিকে মেহেরপুর শহরে ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালিন সময়ে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, বড় বোন জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হীরার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মী আহত হন। এসময় বাদী বিএনপি নেত্রী পলি খাতুনকে হত্যার উদ্যোশ্যে মারধর করে। সেই ঘটনায় বাদী বিএনপি নেত্রী পলি খাতুন বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার অপর আসামিদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।
আগামীকাল বুধবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে শামীম আরা হীরাকে আদালতে

নেওয়া হবে জানান ওসি আমানুল্লাহ আল বারী।

উল্লেখ্য, “৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় তিনটি এবং ঢাকার আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। মামলার পর থেকেই জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পরিবারের সকলেই আত্মগোপনে চলে যান।

১৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে রাজধানীর হাতিরঝিল থানার নিউ ইস্কাটন এলাকার ৩৯৮ নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় নিহত হন পোশাককর্মী রুবেল।

ওই ঘটনায় গত ২২ আগস্ট রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪৮ জনের বিরুদ্ধে আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। দায়ের করা সেই মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

ফরহাদ হোসেন সাবেক সরকারের আমলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তার বড় বোনের জামায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও তার পরিবারের লোকজন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফরহাদ হোসেনের পরিবারের ১২ জন সদস্য আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন কমিটিতে স্থান পাই। মন্ত্রী পতিœ সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ও বোন জামাই আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াস হয়ে ওঠেন মেহেরপুরের মূর্তিমান আতংক। সঘোষিত আইন দিয়ে শাসন করেন মেহেরপুর জেলার সকল স্তরের মানুষকে। দূর্দান্ত প্রতাপশালী আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াস মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের দফতরে সারাদিনই অবস্থান করতেন। জেলার এই দুটি দফতরে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতেন পুরো জেলা। ঠিকাদারী ব্যবসা থেকে শুরু করে সকল দফতরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণসহ সবখানেই চালাতেন অধিপত্য। সরকারি দফতরের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় মানুষজনকে কথায় কথায় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। বিভিন্ন মিটিং মিছিলে প্রকাশ্যে তার অস্ত্র, টাকা ও বাহিনীর ভয়

দেখাতেন। তার ছেলে তুর্য শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘুরতে দেখা যেতো।

এদিকে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতারের খবরে শহরে বইছে আনন্দের বন্যা। সোস্যাল মিডিয়াতে চলছে কড়া সমালোচনা। প্রকাশ্যে টাকা ও অস্ত্রের খোঁজ খবর নেওয়া ও তাঁর ছেলে তুর্যকে গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ ও দুদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার কারীরা।

ঝিনাইদহে সাইদুল করিম মিন্টুর ৫দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু এবং ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবুকে পৃথক দুটি হত্যা মামলায় ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিশিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ঝিনাইদহ সদর আমলী আদালতের বিচারক রোমানা আফরোজ এ আবেদন মঞ্জুর করেন। সকালেই তাদেরকে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

২০১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহ শহরের হাটের রাস্তায় জামায়াত নেতা আব্দুস সালাম নিহত হয়। এ ঘটনায় চলতি বছরের ২৬ আগস্ট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপুসহ ৭০ জনের নাম উল্লেখ্য সহ অজ্ঞাত আরো ২০০ জনের নামে সদর থানায় মামলা করে।

অপরদিকে ২০১৫ সালের ২৯ জুন জেলা শহরের গুলশানপাড়া এলাকায় তরিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের আসামী করে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি হত্যা মামলা করা হয়। সিআইডির পক্ষ থেকে আদালতে সালাম হত্যা মামলায় ৭দিন ও তরিকুল

হত্যা মামলায় ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হলে তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু এবং ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবু ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার কে কোলকাতার সঞ্জিভা গার্ডেনে হত্যার ঘটনায় হত্যা মামলায় আগে থেকেই গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার মামলায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন-কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৫৫), জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রইচ উদ্দীন মোল্লা (৬০), বেলগাছি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪০), বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (৪২), বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক (৪২) ও চিৎলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলমঙ্গীর হোসেন (৪০)।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। ওই দিন তারা খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছালে আওয়ামীলীগের

উশৃংখল নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, ওই ঘটনায় উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপ প্রয়োগের অভিযোগ এনে ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামীপন্থী সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ বুধবার (২৭ নভেম্বর) সকালে বারভবনে তারা এ ঘোষণা দেন। ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এ্যাড. আজিজুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে চাপ দিচ্ছে। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় আমরা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছি। আমাদের কোন প্রার্থী বা সমর্থক এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

এ ব্যাপারে জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট খায়রুজ্জামান জানান, জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আমি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলাম। গত ২৫ নভেম্বর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। আমি তাদের দাবির বিষয়ে লিখিতভাবে বারকে জানায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কিন্তু বারের পক্ষ থেকে আমাকে কোন সিদ্ধান্ত দিলেন না। নির্বাচন নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে